JAN. 2 7 2001

জাবিতে সরকার ও রাজনীতি মাস্টার্স পরীক্ষা নিয়ে অচলাবস্থা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

শিক্ষক ও ছাত্রদের বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ার ফলে আজ চতুর্থবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে পারছে না জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের চলতি বছরের মাস্টার্স পরীক্ষা। বুধবার পরীক্ষা চূড়ান্ত করার জন্য পরীক্ষা কমিটির মিটিং করার কথা থাকলেও মিটিং হয়নি। বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও গতকাল তাদের দাবির পক্ষে মিছিল-সমাবেশ করেছে। বিভাগীয় সভাপতি আবুল কাসেম মজুমদার কয়েক দফায় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেও কোন সমঝোতায় পৌঁছতে পারেননি। বিভাগটিতে গত দুই মাস ধরে অচলাবস্থা চলছে। বিভাগীয় শিক্ষিকা ড. নাসিমা আক্তার হুসাইনের বিরুদ্ধে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ লিফলেট প্রচারের প্রতিবাদে শিক্ষকরা ক্লাস বর্জন অব্যাহত রেখেছেন। মাস্টার্সের ছাত্রছাত্রীরা তাদের বিভাগের শিক্ষক ড. তারেক শামসুর রহমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে তার অপসারণের দাবিতে আন্দোলন করছে।

একই পরিস্থিতিতে এর আগে তিনবার এই পরীক্ষা পিছানো হয়। গতকাল জাবি'র একাধিক সাধারণ শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী যুগান্তর প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপকালে এই সংকটটি জটিল হওয়ার পিছনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গাছাড়া ভূমিকাকে দায়ী করেছেন। দীর্ঘ প্রায় দু'মাস ধরে সংকট চললেও সম্প্রতি কর্তৃপক্ষ কেবল দুটি সত্যতা যাচাই কমিটি গঠন করেছে। লিফলেট বিলির ঘটনায় সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বাংলা বিভাগের শিক্ষিকা অধ্যাপক সৈদা আক্তার ও ড. তারেক শামসুর রহমানের বিরুদ্ধে পোস্টার ব্যানার টাঙানোর ঘটনা সম্পর্কে ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শফি আহমেদকে দিয়ে পৃথক দুটি 'সত্যতা যাচাই' কমিটি গঠন করা হয়েছে। ছাত্ররা জানায়, গতকাল বিভাগীয় সভাপতি তাদেরকে ড. তারেক শামসুর রহমানের কাছে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে বলেন। তাহলে ড. তারেক শামসুর রহমান মাস্টার্সের কোর্স থেকে সরে দাঁড়াবেন। কিন্তু ছাত্ররা এতে রাজি হয়নি। আজ সম্মিলিত নারী সমাজের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ জাবিতে এসে লিফলেট প্রচার ঘটনার নিন্দা জানাবেন। ২৭ জানুয়ারি সার্বিক ঘটনার প্রতিবাদে এই বিভাগের প্রবীণ ছাত্ররা জাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ করবে। অপরদিকে মঙ্গলবার জাবি'র ৭২ জন শিক্ষক সরকার ও রাজনীতি বিভাগে সংঘটিত ঘটনাগুলোর নিন্দা জানিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন।

গতকাল ড. নাসিমা আক্তার হুসাইনসহ পরীক্ষা কমিটির দুজন সদস্য কমিটির মিটিংয়ে যোগ না দেয়ায় মিটিংটি হতে পারেনি। এই সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রায় একমাস আগে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক তাজুল ইসলামকে জাবির উপাচার্যের দায়িত্ব দিলেও সমস্যা সমাধানে কোন অগ্রগতি হয়নি।